বরং দ্বিমত হও

স্বপ্ন দাস

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

মঞ্চফাঁকা। কোনও চরিত্র নেই। কোনও মঞ্চসজ্জা নেই। নিরাভরণ মঞ্চ। শুধু পেছনে একটা সাদা পর্দা।নেপথ্যে নাটক প্রারম্ভের আবহসঙ্গীত। ঠিক এই মুহূর্তে একজন মধ্যবয়োস্কা নারী মা শশব্যস্তে মঞ্চে প্রবেশ করে। উদাসীন, বিধ্বস্ত দেখায় নারীকে। আলুথালু বেশ। উদভ্রান্ত দৃষ্টি। চিৎকার করে ডাকতে থাকে।

নারী (মা) ঃ তারক! তারক ! তারক! (নেপথ্যে কোরাস ঃ তারক! তারক ! তারক!)
নারী (মা) ঃ আমার তারককে দেখেছেন, আপনারা কেউ ? আমার তারককে? আপনাদের মধ্যে কেউ দেখেছেন তারককে? লম্বা দোহারা চেহারা। মাথায় একরাশ চুল। চোখ দুটো ঘুমিয়ে পড়া মানুষের মতো নিস্তেজ, অচঞ্চল। আবার কখনো হয়তো জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মতো ভয়াবহ। কখনো খুব দ্রুত চলে। কখনো বা ধীর পায়ে, শম্বুক গতিতে। কখনো শশব্যস্ত, কখনো বা নিদান উদাসীন। আপনারা কেউ আমার তারককে দেখেছেন? আমার তারক, যার নিজেকে বিকৃত করতে ভয়ানক ভাল লাকে। সে ভাগ্যবান, কারণ আমার তারক চিত্রকর। নিজেকে নিজে হাতে বিকৃত করার উপায় তার হাতের মুঠোর মধ্যে। আমার তারক নিজেকেই নিজের পায়ের তলায় ফেলে পিষে দিয়েছে। এক তারক হুবহু তারই মতো কত তারককে সে মেরেছে। ভেঙেছে, থেঁতলে দিয়েছে, রক্তাক্ত করেছে। ছিঁড়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমার তারক ছবি আঁকে। চিত্রকর। তার আঁকার ঘরটাই শোবার ঘর। তারকের ঘরে সমস্ত দেওয়াল জুড়ে তারক। তারা সব নানা রূপে, নানা বর্ণে। তারক, অজস্র তারক। তারকো কথা কয়। গান গায়। সহস্র কোকিল কণ্ঠে শিস দেয়। আঁকে, ধোকে। বুকে বুকে ক্লান্ত হয়। কষ্ট পায়।
(নেপথ্যে কোরাস ঃ হৃদপিণ্ডে থকথকে রক্ত নিয়ে বসে থাকে। হৃদয়ের রক্তস্রোত মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয়। রক্তপাত হতে থাকে)

নারী মা ঃ তারককে দেখেছেন, কখনো কোথাও কেউ, আপনারা। ক্লান্ত হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারক, আমার রণক্লান্ত তারক। গতকাল কে জানে ছেড়ে কোথায় গিয়েছে। (নেপথ্যে কোরাস ঃ) অগ্নিপিণ্ড হাতে নিয়ে ফিরে এসে পুণ্যস্না করে---
সভ্যতার চূড়োয় দাঁড়াবে---
এমনই শপথ নিয়েছে।
নারী (মা) ঃ কেন চলে গেলে তারক? সে অনেক কথা। সে বলতে গেলে একটা শতাব্দী চলে যাবে। কবে যে শেষ হবে তারকের কথা কে জানে! কোথায় তার ইতিহবে। কে যানে কিছু বলবেন বলে মনে হচ্ছে? আপনি, আপনি কি? অথবা আপনাদের মধ্যে কেউ ? হ্যাঁ - হ্যাঁ বলুন না, কি বলছেন। আমি কি সব অসংলগ্ন কথা বলে যাচ্ছি। আসলে মাথার ঠিক নেই। সুস্থির হয়ে দু'দণ্ড বসে কিছু কথা যদি বল -- শুনবেন আপনারা। না - না - গল্প নয় এটা। তারক রা আছে। তারকরা থাকে। তারকরা আছে বসে সূর্য ওঠে, অস্ত যায়। পাপের ভূমিতে পূণ্যির ধানকন্যা জন্ম নেয়। শুনবেন তারকের কথা। শুনুন তাহলে। একটু শু থেকে ধরা যাক। মনে কন, বাবা বসে আছেন --- সামনে তারক। আমি কে? সে পরিচয় তারকের

গল্পতেই জেনে যাবেন। এখন তারকের কথা শু হল। এটা তারকের প্রথ ম আখ্যান।
(নেপথ্যে কোরাস ঃ এটা তারকের প্রথম আখ্যান। মঞ্চের পেছনে উপবিষ্ট অভিনেতা, অভিনেত্রীরা মঞ্চ সাজাতে পারেন। দরজার ফ্রেম অথবা সাজেসটিভ্ কোনও দৃস্যসজ্জা নাটকের পাত্রপাত্রীরাই বহন করবেন, লাগাবেন, নির্দেশকের ইচ্ছানুস ারে। এই ক্ষেত্রে নির্দেশক ই চ্ছে করলে দৃশ্য অনুযায়ী যে কোনও কোরাস গান নাটকের শিল্পীদের দিয়ে গাওয়াতে প ারেন। অভিনেতা তারকের বাবা একটা মোড়া নিয়ে মঞ্চের ডান দিকে ছোট্ট একটা গোল বৃত্তের মধ্যে চলে যায়। আলো এসে পড়ে সেখানে। তারকের বাবাকে দেখা যায়। তারক এসে দাঁড়ায় আলোর বৃত্তের মধ্যে।
বাবা ঃ তারক ---
তারক ঃ কিছু বলবেন বাবা?
বাবা ঃ বলব বলেই তো ডাকলাম।
তারক ঃ বেশ তো, বলুন না কি বলবেন?
বাবা ঃ এতো অধৈর্য হয়ে পড়ছে কেন?
তারক ঃ ধৈর্য ধরার শক্তি নেবিলে --
বাবা ঃ একটু সংযত হও তারক
তারক ঃ ধৈর্য মানুষকে ন-পুংশক বানিয়ে দেয়
বাবা ঃ এটা কী রকম উল্টো কথা।
তারক ঃ উল্টো সোজা করে নিলে সোজা আবার উল্টো হয়ে যায়।
বাবা ঃ আর একটু ভেঙে বলো।
তারক ঃ বেশি ভাঙলে গুড়িয়ে যাবে না তো?
বাবা ঃ না যাবে না। আ একটু বিশ্লেষণ করো।
তারক ঃ সংযম তো রাগ উপশম করে।
বাবা ঃ রাগ চণ্ডাল, তুমি জান না?
তারক ঃ জানি। আবার এটাও তো ঠিক বাবা, শত্রুর বিদ্ধে রাগ করে অশ্রত না ধরলে শত্রু নিরস্ত্র হয় না।
বাবা ঃ শত্রু কে?
তারক ঃ শোষকরা। অমানবিক মানুষেরা। যোদ্ধার। যারা অগণিত নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে। বিনা কারণে। নিজের স্ব ার্থসি দ্ধির জন্য।
বাবা ঃ থাক, থাক। ও সব রাজনৈতিক কূটকচাল এখন বাদ দাও।
তারক ঃ তাহলে বাদ দিলাম।
বাবা ঃ এর পরেই তো আমেরিকা আমেরিকা বলে চেঁচাবে।
তারক ঃ জিতলেই 'ইউরেকা' বলে হাত তুলে নাচব।
বাবা ঃ তোমার চিকিৎসা দগরকার। তুমি যাবে?
তারক ঃ কোথায়?
বাবা ঃ ডাক্তারের কাছে।
তারক ঃ না---
বাবা ঃ ব্যারাম - ব্যাধি মানুষেরই হয়। ডাক্তার দেখালে সেরে যাবে।
তারক ঃ না ---
বাবা ঃ সারবে না বলছ?
তারক ঃ না---
বাবা ঃ সাববে না
তারক ঃ (চিৎকার করে) না-- না -- না।

বাবা ঃ উফঃ, আস্তে --- এতো চেঁচিয়ে কথা বলো কেন তুমি?
তারক ঃ আস্তে বললে আপনি থামবেন না বলে।
বাবা ঃ তার মানে, তুমি চেঁচালেই আমি থেকে যাব!
তারক ঃ না থাকলেও, এটলিস্ট বিষয়টার প্রাসঙ্গিকতা তো ঘুরে যাবে।
বাবা ঃ তুমি বড্ড বাজে বোকা।
তারক ঃ কি জানি, হবে হয়ত।
বাবা ঃ হঠাৎ ব্যাঙ্কের চাকরিটা ছেড়ে দিলে। কোনও কাজ করছ না। একটা কিছু করা দরকার তোমার। কি হল, চুপ করে আছ যে ! না - কি - হ্যাঁ - একটা কিছু বলো?
তারক ঃ আমি আবার না --- বলছি।
বাবা ঃ মানে!
তারক ঃ চাকরি - বাকরি আমার পোষাবে না। আমি টাকা গুনতে পারি না।
বাবা ঃ আমার তো টাকা গুনে আনন্দ হয়
তারক ঃ আমার হয় না। না পরের, না নিজের।
বাবা ঃ আমি কলিগদের টাকা পর্যন্ত গুনেদি।
তারক ঃ অন্যের টাকা গুনে আপনি আনন্দ পান, তাই গোনেন।
বাবা ঃ ব্যাঙ্কে তুমি ক্যাশে বসতে।
তারক ঃ বসতাম। কিন্তু বসতে ভাল লাগত না।
বাবা ঃ সব সময় অন্যমনস্ক থাকতে?
তারক ঃ থাকতাম
বাবা ঃ ভুল হত। একবার তুমি একজন সেভিংস একাউন্টস হোল্ডারকে ভুল করে দু - হাজার টাকা বেশি দিয়েছিলে?
তারক ঃ দু - হাজার নয়, চার হাজার।
বাবা ঃ ইস্ --- ভাবা যায়!
তারক ঃ ভাববেন না ---
বাবা ঃ নেহাৎ ভদ্রলোক নিতান্তই সদাশয়। তাই অনুগ্রহ করে টাকাটা ফেরৎ দিয়েছিলেন।
তারক ঃ অমি তো ফেরৎ চাই - নি।
বাবা ঃ কি সাংঘাতিক! চাওনি মানে কি! হিসেব মেলাতে না পারেল তোমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিত।
তারক ঃ ছাড়াবে কি! আমি তো চাকরি ছেড়েই দিয়েছি।
বাবা ঃ আহা --- আাদে আটখানা। এখন খাবে কি?
তারক ঃ আপনারা যা খাচেছন।
বাবা ঃ আমরা খাচ্ছি মানে!
তারক ঃ বারে, আপনারা খাচেছন না?
বাবা ঃ সে তো আমরা খাবই।
তারক ঃ তাহলে আমিও খাব।
বাবা ঃ আমরা কামাচ্ছি তাই খাচ্ছি।
তারক ঃ ছিঃ, ও ভাবে বলবেন না।
বাবা ঃ কেন, খারাপটা কি বলেছি?
তারক ঃ কামাচ্ছি কথাটা বড্ড বিশ্রী শোনায়।
বাবা ঃ তা শোনাক---
তারক ঃ লোকে ভাববে, আপনি পরামাণিক। ক্ষুর দিয়ে চূল দাড়ি কামাচেছন।

বাবা ঃ হ্যাঁ - ঠিকই, কথাটা ভাল শোনায় না। মুখ ফস্কে টুস করে গলে গেছে।
তারক ঃ আপনার কাছ থেকেই তো আমি শিখব।
বাবা ঃ ভালটা তো শিখছ না। এই যে আমি তেত্রিশ বছর ধরে চাকরি করছি ---
তারক ঃ কোনও অর্থ হয়
বাবা ঃ কিশের কি অর্থ হয়?
তারক ঃ এ ভাবে তেত্রিশ বছর ধরে চাকরি করা।
বাবা ঃ করতে হয়। এটাই নিয়ম।
তারক ঃ একই নিয়মে ক্যাশে বসে রোজ রোজ নোট গুনতে আমার ভাল লাগে না। ময়লা নোট ঘাটলে আমার অ্যালার্জি হয়।
বাবা ঃ কেন?
তারক ঃ নোটে বিশ্রী গন্ধ। কত আজে - বাজে লোকের হাতে পড়ে। তারাও তো গোনে।
বাবা ঃ সে তো গুনবেই।
তারক ঃ থুতু দিয়ে নোট গোনে। নোটে রোগ ছড়ায়।
বাবা ঃ এটা কোনও যুক্তি হল।
তারক ঃ শিল্পীরা নোট ছুঁতে ঘেন্না করে।
বাবা ঃ শিল্পীদের বুঝি নোট ছাড়াই পেট চলে।
তারক ঃ লুম্পেনরাই নোটকে ভালবাসে। সন্ত্রাসবাদীরা। উগ্রপন্থীরা। পুজিপতিরাই নোটের গতর গরে। নোটকে ছাড়তে চায় না । নোটের ওপর শোয়, বসে, ঘুমিয়ে পড়ে---
বাবা ঃ ওটা ভুল। নোট একটা বিনিময় মাধ্যম। নোট থাকলেই তো লোকে তোমাকে জিনিস দেবে।
তারক ঃ আমার তো কোনও জিনিসের দরকার নেই।
বাবা ঃ শোবার ঘরটা?
তারক ঃ ওটা তো আছেই।
বাবা ঃ চৌকিটা -- যেটাতে তুমি শোও।
তার ঃ ওটা তো আছেই।
বাবা ঃ ও গুলো কার?
তারক ঃ কেন আমাদের।
বাবা ঃ নোট ছাড়া কিছুই হয় না, বুঝেছ। তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও নোট লাগতো। শেকসপীয়র, ওর নাম কি ম াইকেল মধুসূদন দত্ত সবই নোটেরর বিনিময়েই জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালাতেন।
তারক ঃ কিন্তু তারা শুধু আপনাদের মতো নোটের কথাই ভাবতেন না। তারা সৃষ্টি কথা ভাবতেন। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ত ারা জীবনটাকে উপভোগ করতেন। বৃষ্টি মধ্যে ভিজতেন। প্রজাপতির মতো ডানা মেলে আকাশের বুকে উড়ে বেড়াবার স্বপ্ন দেখতেন।
বাবা ঃ তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভাল করোনি। এখন যা করছে তা রীতিমতো পাগলামি। টাকা লাগে বাছা। মানুষকে রে াজগা র করতে হয়। টাকা যাকে আনন্দ দেয় --- আমি তাকে সুস্থ স্বাভাবিক মনে করি।
তারক ঃ আমি করি না।
বাবা ঃ টাকা না থাকলে, রোজগার না থাকলে, কে তোমাকে আনন্দ দেবে?
তারক ঃ আমি সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ খুঁজে নেব। আমি ছবি আঁকতে আঁকতে আনন্দ পাব। ছবি আঁকা শেষ হলে আনন্দে, উল্লাসে, আমি একটা ছোট্ট শিশুর মতো খিলখিল করে হাসব। খেলা করব। সেটাই জীবন বাবা। আমার জীবনটা তো অন্য সকলের মতো নয়।
বাবা ঃ রেখে দাও তোমার দার্শনিক কথাবার্তা। জীবনটা অনেক কঠিন। বাস্তবকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করো। বলি- হা

রি তোমার আক্কেল। অত সুন্দর একটা চাকরি!
তারক ঃ ওটা পারতাম না বাবা। এক শ্রেণীর মস্তিষ্ক আছে যারা টাকা সহ্য করতে পারে না। হিসেব বা অ্যাকাউন্টস্‌কে ভয় পায়। এটা এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। মনের গরণটাই ও রকম।
বাবা ঃ ও রকম! ও রকম মানেটা কি? গুনতে কেন পারবে না? শতকিয়া জান না? গুণ- ভাগ - যোগ - বিয়োগ কি এমন এমন কঠিন। এ না করলে মানুষ কিসের!
তারক ঃ ঠিক আছে।
বাবা ঃ কি ঠিক আছে।
তারক ঃ আমি চেষ্টা করব।
বাবা ঃ চেষ্টা তোমাকে করতেই হবে। টাকা না গোনার চাকরিও তো আছে। স্কুল বা কলেজের চাকরি? এসব চাকরির কথা তুমি কেন ভাবছ না? তুমি যা করছ এটা কোনও কাজ নয়।
তারক ঃ কোনটা?
বাবা ঃ এই যে ছবি আঁকার কাজটা। তুমি তো নিজের মুখটাই ভাল করে আঁকতে পার না।
তার ঃ আঁকি তো।
বাবা ঃ তোমার মুখের মধ্যে চোখটাকে আঁকো না কেন তুমি?
তারক ঃ চোখটাকে দেখতে পাইনা বলে।
বাবা ঃ চোখ ছাড়া একটা অবয়ব সম্পূর্ণ হয়?
তারক ঃ চোখটাতে ইচ্ছে করেই বাদ - দি।
বাবা ঃ ইচ্ছে করে বাদ দাও!
তারক ঃ ঐ চোখ দিয়েই তো সন্ধ্যার অল্প অন্ধকারে একজন মুসলিমকে কুপিয়ে মারতে দেখেছি আমি। এই চোখের সামনেই তো একজন অন্যজনকে মারে। হত্যা করে। এই চোখের সামনেই তো দাঙ্গা হয়। দাঙ্গা বাধায় হিন্দু মুসলিমকে মারে। মুসলিম হিন্দুকে। এই চোখ দিয়েই তো এ সব আমাকে দেখতে হয় বাবা। তা সম্পূর্ণ অবয়ব থেকে চোখটা উপড়ে ফেলেছি আমি।
বাবা ঃ তুমি বিকারগ্রস্থ। কি হবে এ সব করে? তারক তুমি আমার ছেলে। আমার বংশে কেউ তো পাগল ছিল না তার। ত ারা সবাই মেধাবী। সবাই ভাল চাকরি করছে।
তারক ঃ আমি জানি।
বাবা ঃ কি করে হল?
তারক ঃ কি?
বাবা ঃ ছবি আঁকার নেশা?
তারক ঃ ছেলেবেলায় আঁকতাম। স্কুলে আঁকা শেখানো হত। তখন এঁকেছি।
বাবা ঃ ঠিক আছে। আঁকাটা অন্য সময় করতে পার।
তারক ঃ আপনারা কেউ কোনদিন চাইতেন না আমি আঁকি। দাদা এমনকি রেগেমেগে আমার আঁকার খাতাটা ছিঁড়ে দিয়ে- ছিল। আর আপনি একদিন আমার আঁকার খাতায় বাজারের হিসেব কষে রেখেছিলেন। মনে আছে?
বাবা ঃ তাই নাকি!
তারক ঃ আপনার মনে থাকার কথা নয়। তারপর আমি আর কোনোদিন আঁকিনি। আঁকতে পারিনি বলে কষ্ট পেয়েছি। ভেতরে ভেতরে কেঁদেছি। ফল্গুধারার মতো রক্তপাত হয়েছে হৃদপিণ্ডে। তবু আঁকিনি। ভয়ে, সংকোচে, দ্বিধায়। কলেজে ঢোক ার পর তৃষিতা আমাকে আবার আঁকার স্বপ্ন দেখায়।
বাবা ঃ তৃষিতা কে?
তারক ঃ আমার সহপাঠিনী। বাড়িতে এসে নিজের ঘরে বসে চুপি চুপি আঁকতাম। লুকিয়ে রাখতাম। পাছে কেউ দেখে ে- ফলে।

বাবা ঃ তোমার মা জানত?
তারক ঃ জানত, সবটা নয়। তারপর একদিন মা - ই দাদাকে খুব বকে ছিল।
বাবা ঃ কেন?
তারক ঃ দাদা আমার আঁকার খাতাটা নষ্ট করে দিয়েছিল। দাদার বিয়ের মাস খানেকের মধ্যেই খাতার পাতায় পৃষ্ঠা জুড়ে মালের নাম ও দর লিখে রেখেছিল। আরেকটা আইটেম ছিল।
বাবা ঃ কি?
তারক ঃ আপনাকে বলা যাবে না।
বাবা ঃ কেন?
তারক ঃ নোংরা শোনাবে।
বাবা ঃ শোনাক, তবু তুমি বলো।
তারক ঃ সাবান, তেল, চারমিনার, সার্ফ---
বাবা ঃ আশ্চর্য! এসব তো অপরিহার্য জিনিসপত্র। নিত্যদিন কাজে লাগে।
তারক ঃ দাদা লিখে রাখত, এক ডজন কন্ডোম।
বাবা ঃ কটা বাজে এখন।
তারক ঃ এটাই আমাকে অবাক করে দেয়। দাদার এতটুকু শিষ্টাচার নেই। কি লিখতে হবে, কি হয় না, তা জানে না। গোনো, শুধু গুনে যাও। লাভ, লোকসান। আয় - ব্যায়। শুধু অঙ্ক কষো। এভাবে এক - দুই - তিন - চার - পাঁচ - সাত শুনতে শুনতে আমার আঁকার বরাদ্দের খাতাটা যৌনতার অঙ্কে ভরে থাকে। বৌদি ও খাতার পাতা ছিঁড়ে মুদির দোকানের চিরকুট লেখে। কেন? কেন লিখবে ওরা এসব। কেন?
বাবা ঃ এসব ঠিক নয়।
তাররক ঃ আপনিও লিখেছেন।
বাবা ঃ আমি! কি আশ্চর্য! কি যাতা বলছ! আমি আবার কি লিখেছি!
তারক ঃ বলব না আপনাকে। মাকে বলব। জেনে নেবেন
বাবা ঃ কোথাও বেবে বুঝি?
তারক ঃ না, আমি আমার ঘরে যাব। আমার আঁকার ঘরে।
বাবা ঃ আমার কথাগুলো একটু ভেবে দেখ তারক।
(নেপথ্য নারী কণ্ঠে ডাক শোনা যাবে --- তারক - তারক - তারক.....। সমস্ত মঞ্চ জুড়ে একই ধবনি প্রতিধবনিত হতে থাকে - তারক - তারক। অবহ সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের পরিবেশও পালটে যেতে শু করে। নাটকের অভিনেতা অফিনেত্রীরাই একটা দরজার ফ্রেম নিয়ে এসে দাঁড়ায় । ফ্রেমটা এমন ভাবে তৈরি হবে অভিনেতা - অভিনেত্রীদের দেখা যাবে না। কিন্তু দর্শক আসন থেকে শুধু দরজার ফ্রেমটাকেই দেখা যাবে। দরজা দিয়ে একজন নারী এসে দাঁড়াবে তারকের সামনে। শুভ্র পোশাক পরিহিতা। ঘোমটায় মুখটা ঢাকা।)
নারী ঃ তারক ----
তারক ঃ তুমি কে?
নারী ঃ বলত আমি কে?
তারক ঃ কি করে বলব। আমি তো তোমাকে চিনি না।
নারী ঃ আমার কণ্ঠস্বর শুনে বলত।
তারক ঃ আমি চিনতে পারছি না তোমাকে---
নারী ঃ আমি তৃষিতা।
তারক ঃ চিনেছি তাহলে ---
নারী ঃ আমি কৃষ্ণা ---

তারক ঃ কে কৃষ্ণা ---
তারক ঃ আমি তৃণা, বর্ষা, মালবিকা।
তারক ঃ মালবিকা, চিনেছি তোমাকে।
নারী ঃ আমি কমলিকা।
তারক ঃ চিনি না, চিনি না তোমাকে। দেখিনি কখনো। এসো, কাছে এসো, নীল আকাশের ঝরনা থেকে যেমন বৃষ্টি আসে, আসে, শিল পড়ে, বদ্ধ ঘরের ঝাঁজরি দিয়ে যেমন এসরেণু ঢুকে পড়ে। শীতের রৌদ্র যেমন ঘাসের ওপর লুটপুটি খায়, হ াসে ঘাসের সঙ্গে কথা বলে, তেমনি তুমি এসো, কথা বলো। শরৎ -এর শিউলি ফুল যেমন শেষ তারকে ে- দেখতে পায়, আমি তেমনি তোমাকে দেখতে চাই।
নারী ঃ আমাকে তুমি তো দেখতে পাচ্ছ?
তারক ঃ ঘোমটা সরাও --- তোমার পায়ের নূপরের শব্দ শুনেছি। আমি হাতের চুরির ঠুংঠাং আওয়াজ। অচেনা পদধবনি। কে তুমি?
নারী ঃ কতদিন। কত জায়গায় দুজনে ঘুরেছি বলত। ছায়ার মতো তোমাক অবলম্বন করেছি। তোমার মধ্যেই তো আমা- র আশ্রয়। তোমার সঙ্গে সঙ্গেই তো আমি। নদীর ধারে, বটের শিকড়ে, পথে প্রান্তরে, রেস্তোরায়, ট্রামে, বাসে, মিনিতে, অটে াতে, রিক্সায় তোমার পাশে কত দুপুর সন্ধ্যা কাটিয়েছি আমি, মনে নেই?
তারক ঃ কে তুমি?
নারী ঃ আমি অলকা।
তারক ঃ অলকা!
নারী ঃ আমি ধানকন্যা। তোমাতে আমাতে কত ভাব হয়েছিল। তোমার মনে নেই। বাসমতী কলত্রী সন্ধ্যায়, নদীতে সূর্যা- স্ত হচ্ছে, আকাশে সেতুর নদীর ঘেরা রামধেণু, তাই দেখতে দেখতে তুমি চৈতন্য হারালে। বাসমতী কন্যা আমি, মনে নেই। অ ামার আলতা রাঙা পা, লাল শাড়ি---
তারক ঃ মনে পড়ছে না, ঝিাস করো। আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না তোমাকে।
নারী ঃ মনে করার চেষ্টা করো।
তারক ঃ আমিই তো তোমার সৃষ্টির উৎস, প্রেরণার প্রাণকেন্দ্র, আমিই তো তোমার ছবি, অসংখ্য ছবির অবয়ব। গাছপাল া নদনদী।
তারক ঃ আমি তোমাকে চিনি না, তে তুমি? কেন এমন নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালে। তুমি কে? বলো তুমি কে? চন্দ্রিমা, অলকা, কমলিকা, ধানকন্যা, তুমি কে রূপসী --- মহিয়সী? তুমি কে? কে তুমি?
(নেপথ্য কোরাস ঃ তুমি কে? কে তুমি?)
তারক ঃ (চিৎকার করে ডেকে ওঠে) আঃ -- মাগো, ও মা।
(বাঁ দিকে দরজার ফ্রেম নিয়ে নাটকের অভিনেতা - অভিনেত্রীরা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। নারী বেরিয়ে যাওয়ার পর --- তারকের চিৎকারের সঙ্গে দরজার ফ্রেমটা নিয়ে ডান দিকে চলে আসবে। ডান দিকের দরজা দিয়ে ঢুকবে মা।)
মা ঃ কি হয়েছে তারক? অমন করছিস কেন? কি হয়েছে তোর? কার সঙ্গে কথা বলছিলি?
তারক ঃ কে যেন এসেছিল মা?
মা ঃ কে এসেছিল?
তারক ঃ এলো, চলে গেল।
মা ঃ কে --- সে?
তারক ঃ ধানকন্যা, রূপসী, অলকা, বাসমতী, মহিয়সী ---
মা ঃ কে মহিয়সী?
তারক ঃ আমি কে মা?
মা ঃ তুই তারক।

তারক ঃ আমার নাম সুধান।
মা ঃ না ---
তারক ঃ আমি ঋতবান।
মা ঃ না ---
তারক ঃ আমি সুমে।
মা ঃ না খোকা, তুই তারক। আমার তারক। আমার সাত রাজার ধন মানিক। আমার মিষ্টি তারক সোনা।
তারক ঃ মা, সত্যি করে বলত, আমি কি নদীর আকশে রামধণু আর পালতোলা রঙিন নৌকো দেখতে দেখতে ধানক্ষে তের আলো জ্ঞান হারিয়ে মাঠের মধ্যে লুটিয়ে পড়েছিলাম কখনো?
মা ঃ কই, মনে পড়ছে না তো।
তারক ঃ ঠিক তখনই গোমানি নদীর ধারে কাদাখোঁচা পাখিরা টইটই করে লেজ নেড়ে মাছ শিকার করছিল? মা বল না, আমি কেন এখনো ই ঘরে বসে আছি?
মা ঃ ও ভাবে বলতে নেই।
তারক ঃ আমি দেখছি --
মা ঃ ওমা, ওদের দেখবি না কেন? ওরা তো আমাদের কত দিনের চেনা। আমাদের আপন লোক। আত্মীয়ের মতো।
তারক ঃ ওদের তুমি চেন মা?
মা ঃ চিনি বৈকি।
তারক ঃ ওদের ভেতরটা দেখেছ তুমি?
মা ঃ না বাপু -- আমি আমারটাই নিয়েই ব্যস্ত থাকি। অপরেরটা দেখার সময় কোথায় আমার!
তারক ঃ রমানাথ আর শিবেন ওরা দুই ভাই।
মা ঃ জানি তো---
তারক ঃ পাশাপাশি দু'জনের জমি। প্রত্যে বছর ওরা আঙুলের বিঘত দিয়ে আলের সীমানা মাপত। দেখত, কে কতটা ঠে-লছে। তুমি তো জান মা, ওদের সবাই বলত, আলঠেলা হেলে। আর ঠেলতে ঠেলতে সর্বদাই ঝগড়া বাধত দু'জ নের। একদিন, এ ভাবে ঝগড়া করতে করতে রমানাথ শিবেনে আল ভেঙে এক বিঘত জমিতে কোপ মারল। বলল, এ জমি আম ার। শিবেন ও খে দাঁড়াল। এ নিয়ে তর্কবিতর্ক্য প্রথমে বাক যুদ্ধ। তারপর হাতাহাতি ।হঠাৎ শিবেন ক্ষিপ্ত হয়ে কোথা থেকে একটা হেঁসো নিয়ে এসে রমানাথের পেটের ভেতরর এক বিঘত সিঁদিয়ে দিল। উফঃ, সেকি রক্ত। নাড়িভূঁড়ি পেট চিঁড়ে ব াইরে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। রমানাথ আল দিয়ে গামছায় নাড়ি রক্ত চর্বি বেঁধে ছুটতে লাগল। এক বিঘত ক্ষত নিয়ে। এই তোমার পৃথিবীর সদোদর ভাই ধান কলত্রী। এক বি ঘত জমির জন্য এক পোঁচ ক্ষত। এ ছবি আমি কি করে আঁকবো মা? আমি সারারাত ঘুমোতে পারি না। মাথাটা ছিঁড়ে যায়। ঘামে স্নান করে উঠি। বড় কষ্ট হয় মা।
মা ঃ মানুষের জন্য কষ্ট। খুব কষ্ট, তাই না তারক?
তারক ঃ আমি তবু ব্যথা দেই ---
ব্যথা পাই ফিরে।
তবু চাই সবুজ শরীরে ---
এ ব্যথার সুখ!
(কোরাসে কবিতাটি একবার আবৃত্তি হবে।)
তারক ঃ কলত্রী মানে কন্যা। ধানকন্যা মানে রক্তের চারা। ভাত খেতে খেতে সেদিন আমি ভাতের মধ্যে রমানাথের রক্তের গন্ধ পেয়েছি।
মা ঃ এত ভাবিস না তারক। এ ভাবে ভাবলে কষ্ট বাড়ে। সারারাত জেগে থাকিস। ঘুমোতে পারিস না। একা একা কার সঙ্গে কথা বলিস? কি আঁকিস তুই? নিজেকে এত ঘৃণা কেন তোর? একটা ভাল ছবি আংক তারক।
তারক ঃ ভাল এঁকে কি হবে কলত্রী। আমাদের গাঁয়ের বাড়ির কুয়োতলায় নগেন সিকদারের ছোট মেয়েটা ধর্ষণের পড় অ

া ড়াই দিন ডুবে রইল। সবাই ভাবল, মেয়েটা পালিয়েছে। ভেগেছে অন্যপুষের উড়তে দেখে সবার নজর পড়ল কুয়োর মধ্যে। ধর্ষণের পর সিকদারের রোগা মেয়ে সারদা কুয়োর মধ্যে ফুলে ফেঁপে গোল হয়ে উঠল। তোলা হ ল কাণ্ড লাশ। দুধে ভাতে থাকা স্বাস্থ্যবতী রমণীর মতো। উফঃ, সেকি দুর্গন্ধ। নাকে মাল চেপেও আমি বলি ঠে কাতে পারিনি মা। কুয়ে াতলার পাশে ওয়াক - ওয়াক করে ভাত - মাছ - মাংস সবউ উপড়ে দিয়েছি আমি।

মা ঃ ও সব ভুলে যা তারক। কি হবে ও সব পারের কথা মনে রেখে?

তারক ঃ নগেন সিকদার বিড়ি বাধা কারিগর। বৌ আর ঐ রোগা মেয়ে সারদা বিড়ির মুখ বাধতো। থাকত কলোনীর মাঠে র কোনোর জমিটায়। লাশ তোলার পর যারা সিকদারের মেয়েটাকে ফেত কুয়োতে ফেলে কুয়ো বুজিয়েছিল, ত ারাই মা, তারাই নগেন সিকদারের মেয়ে সারদাকে বলাৎকার করেছিল। আমি ধর্ষকদের চিনতাম মা। কিন্তু আমি কিছু করতে পা রিনি। ওদের সনাক্ত করতে পারতাম কিন্তু ভয়ে ওদের আমি কাউকে চিনিয়ে দি-নি। ওরা যদি আ বার টুপসিকে ও ভাবে ধর্ষণ করে। টুপসি, আমার বোন টুপসি।

মা ঃ খোকা, না বাবা - না, অমন কথা মুখে আনাও পাপ। অজানা আশঙ্খায় ও ভাবে দুঃখকে ঘরে ডেকে আনিস না ে খে াকা।

তারক ঃ .....পৃথিবীর দুঃখ দৈন্যের কথা ভেবো না,
তোমার মন খারাপ হয়ে যাবে।
বড় গাড়ির পিছনে ছুটোনা,
ধুলোয় তোমার চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।
(কোরাস উপরে উল্লেখিত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করবে।)
তারক ঃ পৃথিবীর দুঃখ কষ্টের কথা ভেবো না,
হতাশা আষ্টেপৃষ্টে তোমাকে জনিয়ে ধরবে।
বড় গাড়ির পিছনে ছুটো না,----
তুমি ধুলোর পাহাড়ে চাপা পড়বে।
পৃথিবীর দৈন্য -- দুর্দশার কথা ভেবোনা,
দুশ্চিন্তার পাহাড় তোমার কাঁধে চেপে বসবে।

আমি অন্য ছবি আঁকতে পারি না মা। সারদার ফোলা ফাঁপা লাশটার কথা আমি ভুলতে পারি না। একদিন লাঙ লের ফ ালা লেগে সারদার হাড় মাটির ওপরে তুলল পেটকাটা রমানাথ।

মা ঃ এ সব কথা সর্বদা ভাবলে তুই সুখ পাবি কখন? ভোগ বিলাস সবই যে তুচ্ছ হয়ে যাবে। এই অশান্তি তাড়িয়ে ফে ল বাবা।

তারক ঃ পারি না মা, পারি না। শত চেষ্টা করেও আমি কাউকে ভুলতে পারি না। না সারদাকে, না যারা তাকে ধর্ষণ করে ছ তাদের।

মা ঃ তুই এবার বেরিয়ে পড় তারক।

তারক ঃ কোথায়?

মা ঃ সন্ন্যাসে।

তারক ঃ মা! (নেপথ্যে পুষ কণ্ঠে জয়জয়ন্তী রাগ ভেসে আসবে।)

মা ঃ হ্যাঁ - তারক। আমি মা হয়ে বলছি। কোথও সুন্দর কিছু আছে, দেখে আছ।

চরিত্র -১ ঃ যখনই কোনও প্রজাপতি ---
খুব জোরে তার পাখাগুলি
গুটিয়ে আনছিল ---

কোরাস ঃ ওহে, আস্তে!

চরিত্র - ২ ঃ যখনই কোনও ভয়ে চমকে ওঠা পাখির একটা পালক তীব্র আলোর লক্ষ্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চ

াইছি- ল --- হুকুম শোনা গেল ঃ
কোরাস ঃ আস্তে!
চরিত্র - ১ ঃ এই ভাবেই হাতিকে শেখানো হল শব্দ না করে পিপের ওপর হাঁটতে
কোরাস ঃ আর মানুষকে
এই পৃথিবীতে ---
চরিত্র - ১ ঃ গাছগুলি বাক্‌শক্তি হারিয়ে মাঠের ওপর সোজা উঠে দাঁড়াচ্ছিল ---
কোরাস ঃ যে ভাবে দাণ আতঙ্কে মানুষের মাথার চুল
সব একসঙ্গে খাড়া হয়ে ওঠে।
চরিত্র - ১ ঃ আস্তে!
মঞ্চে দাঁড়ানো অভিনেতা - অভিনেত্রীরাই এক সঙ্গে আবৃত্তি করতে থাকেন। যার দরজার ফ্রেম ধরে এতক্ষণ দাঁড়ি য়ে ছিলেন, আবৃত্তি করতে করতে তারা দরজার ফ্রেম গুলো সরিয়ে ফেলবেন। আলো আস্তে আস্তে কমবে। নাটে র মুহূর্ত অনুযায়ী যে কোনও কোরাস সংগীত ব্যবহার করা যেতে পারবে। আলো এসে পড়বে তারকেদর দাদার ওপর।
দাদা ঃ মার কথা মতো তারক বাড়ি ছাড়বে ঠিক করল। কিন্তু অনেক তর্কবিতর্কের পর। আসলে তারকের মধ্যে অদ্ভুত ক তগুলো ভাবনার জন্ম হয়েছে। ওর সব আঁকা বাঁকা ভাবনা গুলোকে তারক কিছুতেই ভুলতে পারে না। তারকের ভাষায় তারকের মাথার গ্রে - সেল, হলুদ ধূসর পদার্থ তারককে কিছুতেই ভুলতে দেয় না। আসলে তারক পাগল হয়ে গেছে। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে তারক। আমি তারকের দাদা। হাঁ - আমি সংসারী, বৈষয়িক। টাকা ধার দিয়ে ে ফরত নেই। পুত্র - কন্যাদের উপর প্রত্যাশা করি। আমি সাদামাটা একজন মধ্যবিত্ত মানুষ। এর বেশি আর কি - বা হতে পারতাম। কিন্তু ত ারক অন্য সকলের মতো নয়। তারক অন্য রকম, স্বতন্ত্র। আমার মতো নয়। অমল, বি মল, কমলের মতো নয়। তারক অন্য রকম। তার মনে তারক পাকল। তারকের বাড়ি ছাড়ার আগে ঐ ভাবেই এ ক দিন কথাবার্তা হচ্ছিল।
চরিত্র - ১ ঃ এই তো সময় ছবি।
বাঁচাবে না --- হাতে হাতে মুহূর্ত এখন?
ধূলো হবে সব?
চরিত্র - ১ ঃ মিথ্যুক মুখের দিকে ছুটে গেলে আরোগ্য অলীক, মৃত উৎসব।
কোরাস ঃ এবার শুশ্রূষা আনো। দশ দিকে ---
আলো জ্বেলে দাও।
আলো প্রগতির স্তব।
চরিত্র - ১ ঃ মানুষের জন্য লেখা মানুষের ভাষায় ---
কোরাস ঃ মানুষই মানুষের প্রকৃত বান্ধব।
দাদা ঃ চাকরিটা ছেড়ে দিলি তারক?
তারক ঃ দিলাম।
দাদা ঃ টাকা গুনতে পারিস না?
তাকর ঃ পারি না।
দাদা ঃ কেন?
তারক ঃ ময়লা টাকা ঘাটলে আমাল অ্যালার্জি হয়।
দাদা ঃ পেট চলবে কি করে? কি হল উত্তর দিচ্ছিল না যে?
তারক ঃ কি উত্তর দেব।
দাদা ঃ বিয়ে সাদি করবি না?
তারক ঃ বিয়ে করলে আমার বৌ ধর্ষিতা হবে। মধুমোহন দাস আমার বৌকে ধর্ষণ করবে।
দাদা ঃ আস্তে, বাড়ির গুজনেরা শুনতে পাবে।

তারক ঃ আমার আঁকার খাতায় তোমার নোংরা লেখাটা আমি পড়েছি।
দাদা ঃ কি লেখা?
তারক ঃ বাবাকে বলে দিয়েছি।
দাদা ঃ গর্দভ কোথাকার।
তারক ঃ তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে নোংরা ছবি দেখ। মেয়েদের উলঙ্গ ছবি।
দাদা ঃ তারক!
তারক ঃ তুমি খারাপ। বৌদিকে খারাপ করেছ তুমি।
দাদা ঃ একটা বয়সের পর সবাই ওমন করে। খারাপ হয়। ছবি দেখে। এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই।
তারক ঃ একটা বয়সের পর সবাই তো দানধ্যান ও করতে পারে।
দাদা ঃ যার ইচ্ছে সে করে।
তারক ঃ একটা বয়সের পর মানুষ মানুষের কথা ভাবতে পারে। মানুষের জন্য কিছু করতে পারে, মানুষের মঙ্গলের হিতার্থে। মানুষের কল্যাণের কাজে নিজেকে সদাই ব্যস্ত রাখতে পারে। এগুলো তো মানুষেরই কাজ।
দাদা ঃ আমি পারি না। আমি সাধারণ মানুষ।
তারক ঃ সবাই সাধারণ হয়ে জন্মায়। ধীরে ধীরে অসাধারণ হয়ে ওঠে।
দাদা ঃ তুমিই বা কি এমন মহৎ কাজটা করেছ? বিনাশ্রমে বসে বসে আমাদের অন্ন ধবংস করছ। সংসারের প্রত্যেককে অস্থির করে তুলেছ তুমি। মা তোমার জন্য কষ্ট পাচ্ছেন। বাবার সম্মন নষ্ট হচ্ছে। আমরা কেউ স্বাভাবিক হতে পারছি না শুধু তোমার জন্যই।
তারক ঃ আমিও তো স্বাভাবিক থাকতে পারছি না দাদা।
দাদা ঃ পাগল সেজে ঘুড়ে বেড়ালেই সব কিছু থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? সব কিছু ভুলে থাকা যাছ? দায় - দায়িত্ব এ ড়িয়ে দিব্যি বহাল তবিয়তে উলঙ্গ ব্যামাক্ষেপার মতো দেশময় ঘুড়ে বেড়ানোর চেয়ে বিকল্প আনন্দ আর কি-ই- বা থাকতে পারে? তুমি এসকেপিস্ট। সংসারের দায় - দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাই তুমি।
তারক ঃ বোধহয় আমি তাই। পলাতক অথবা পালিয়ে বাঁচতে চাই আমি। দাদা, ঝিাস করো, এ সংসার, মায়া মোহ, ভোগ, বিলাস কিছুই ভাল লাগে না আমার। তোমাদের মতো সব কিছু দেখেও না দেখার ভান করে এ ভাবে মুখোশের আড়ালে মুখ লুকিয়ে থাকতে আমার কষ্ট হয় দাদা।
দাদা ঃ তাহলে যা ইচ্ছে তাই করো।
তারক ঃ কি করব আমি?
দাদা ঃ চলে যাও। পালাও। সংসার তোমার জন্য নয়।
তারক ঃ পৃথিবী আমার জন্য নয়?
তারক ঃ সূর্য, আকাশষ পাখি নক্ষত্র এ সব আমার জন্য নয়।
দাদা ঃ না - নয়
তারক ঃ অলকা, তৃষিতা, দেবিকা অথবা অন্য - সবাই। রমানাথ, সারদা এরা সবাই আমার পর---
দাদা ঃ তুমি পাগল হয়ে গেছ তারক।
তারক ঃ আমার আত্মার আত্মীয় কে?
দাদা ঃ কেউ নেই, তুমি একা।
তারক ঃ ওরা আমার আত্মীয় নয়।
দাদা ঃ কারা?
তারক ঃ যারা গুজরাটের হোসেনপুর, রাজকোট, ভদোদিরা, ভাচেতে - জ্যান্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেছে।
দাদা ঃ ওরা মানুষ।
তারক ঃ তোমার আমার মতো মানুষ। সেই সব মানুষ সহস্র মানুষদের হত্যা করেছে, মেরেছে, অসংখ্য মুসলিম নারীদের

উলঙ্গ করে ধর্ষণ করেছে ওরা। ওরা বজরংবলির চেলা, রামচন্দ্রে অন্ধ ভক্ত।
দাদা ঃ হ্যাঁ - হ্যাঁ - ও সব কাগজে পড়েছি।
তারক ঃ পড়েছ - ব্যাস, ওই টুকুই। তোমরা অস্যখ্য মানুষেরা পড়েছ, পড়ছ - প্রথ্যহ সকালে দৈনন্দিন নিয়মের মতো। ফি ফটি ফিফটি মুচমুচে বিস্কুটের সঙ্গে খুচরো সংবাদ। পড়েছ তো । ওরা তোলাবাজরা ত্রিশূল দিয়ে গর্ভবতী মেয়ের পেট ফাঁ সিয়ে মরা সন্তানকে জন্মভূমিতে ফেলে জয় সীতারাম বলে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। ছোট্ট সায়নাবানু, যার বয়স সাত বছর, সে কিছুই বোঝেনি দাদা---- ওর চোখের সামনে সব কিছু ঘটে গেছে। নিধনের যজ্ঞ দেখে দেখে ও ক্রমাগত রক্তাক্ত হয়েছে। ও কাকে যেন বলেছে, বলৎকার কা মৎলব তুমহাহা মালুম হ্যায় - সায়নাবানু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়েছে, প্রথমে ওর া উলঙ্গ করে দেয়ে তারপর ওরা জ্বলন্ত দগ্ধ করে।
দাদা ঃ আঃ, চুপ করো। শব্দ করো না। পাশের ঘরে তোমার বৌদি রয়েছে।
তারক ঃ শব্দ করো না
হেসো না বাছা
কোরাস ঃ চুপ।
তারক ঃ হাত - পা ছুঁড়ো না
দাঁত খুলে রাখো---
কোরাস ঃ বাঁ ---
তারক ঃ এবার শান্তি স্বস্তি এবার ---
কোরাস ঃ ওঁ।
তারক ঃ তাই বলি আর
শব্দ করো না --
কোরাস ঃ চুপ।
তারক ঃ হাত পা জমিয়ে
রাখো ঠান্ডায়
কোরাস ঃ ওঁ।
তারকের আবৃত্তির মধ্যেই নাটকের কোরাস চরিত্ররা তারকের ঘরটা ভেঙে দেবে। আবার একই ভাবে মধুদির একটা ঘর তৈরি করবে।
তারক ঃ (চিৎকার করে) মধুদি---।
(আলো আস্তে আস্তে নিভে যাবে। আলো এসে পড়বে মধুদির ওপর। মধুদির ঘরের বাইরে। মঞ্চের বাঁদিকে। ভৈ রবী রাগ ভেসে আসবে।
মধুদি ঃ আমার নাম মধুমতী নস্কর। তারক আমাকে মধুদি বলে ডাকে। তারক আমার আপন ভাই নয়। তবু ভাইয়ের চে য়ে বড়। আত্মার আত্মীয়। আমি তারকেই একমাত্র বিশ্বাস করি। আমি তারককে পশুপাখির নানা রকম ডাক শিখি য়েছি। চমৎকার সব ডাক। টিয়াপাখির, ঘুঘু, শালিক, চড়াই - এর ডাক। একটা কসলীকে মাটিতে শুইয়ে অর্ধেকট া পুতলাম, মুখটা খোলা রইল, হওয়া ঢুকবে, মাঠের মধ্যে শব্দ হবে। কলসির গা ঘাসে আর লতায় ঢেকে যাবে। মানুষ বুঝতে পারবে না কিসের শব্দ। এ কেমন হাহাকার। এই যে শব্দ, এইটে গেল গে ওঁকার, বুঝলি তারক। ভ গবানের যখন মানুষকে দেখে গা গুলোয় তখন তেনার গলায় এই রকম শব্দ হয়, হাহা, হুহু করে তিনি সংসারের কীট পতঙ্ক গাছপালাকে ডাকেন।
(তারক আসে। মধুদির ঘরে। মধুদির নিজের ঘরের ফ্রেমে ফিরে আসে।)
তারক ঃ মধুদি ---
মধুদি ঃ কে তারক, আয় বোস, এই মোড়াতে বোস।
তারক ঃ তুমি মাটিতে বসলে কেন মধুদি?
মধুদি ঃ মেয়েদের মাটিতে বসতে হয়।

তারক ঃ মেয়েদের আর কি কি করতে হয় মধুদি?
মধুদি ঃ মেয়েদের অনেক নিয়ম মেয়ে চলতে হয়
তারক ঃ শুধু মেয়েদেরই নিয়ম, ছেলেদের কোনও নিয়ম নেই?
মধুদি ঃ ছেলেরা হল সোনার আংটি, ভাঙলেই বা কি, বেঁকালেই বা ক্ষতি কিসের? বিকোবেই খাঁটি দামে। নিত্তির ওজনে
তারক ঃ এ কেমন নিয়ম মধুদি। ছেলেদেরর বেলায় এক, মেয়েদের বেলায় অন্য।
মধুদি ঃ এটাই তো হয়ে আসছে -- রে তারক।
তারক ঃ ভগবান এমন নিষ্ঠুর কেন?
মধুদি ঃ ছিঃ ভাই, ভগবানকে নিষ্ঠুর বলতে নেই। তিনি শাপ দেন।
তারক ঃ আমি মন্ত্র জানলে ভগবানকে শাপ দিতাম।
মধুদি ঃ এমন কথা বলতে নেই তারক।
তারক ঃ শাপ তিতাম --- ভগবান এক শতাব্দী পরে তুমি মানুষ হয়ে জন্মাও। দেখ, তুমি তখন কষ্ট পাবে। মানুষের কি ক ষ্ট, সে তো তুমি বোঝনি কখনো। মানুষের হাহাকারের শব্দ শুনে, আর্ত্ত চিৎকারে, বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস শুনেও মানু ষের মঙ্গল ার্থে কিছুই করোনি তুমি। মানুষ হয়ে জন্মাও, তখন মজাটা বুঝতে পারবে তুমি।
মধুদি ঃ হাঃ হাঃ হাঃ
তারক ঃ হাসছ যে?
মধুদি ঃ ভগবান তো ভাগবানই। তিনি আবার মানুষ হয়ে জন্মাবেন কেন? আমার ভগবান কাল রাতে আমায় খুব মেরেছে
তারক ঃ তোমার ভগবান কে?
মধুদি ঃ আমার স্বামী দেবতা।
তারক ঃ কি - যে বলো না তুমি। ওতো তোমাকে মারে। ও কেন ভগবান হবে বলত? ওতো দুষ্টু, অসভ্য, বদমাশ।
মধুদি ঃ ওটা কিসের ডাক বলত?
তারক ঃ কোথায়?
মধুদি ঃ ঐযে পাখিটা ডাকছে।
তারক ঃ কোথায়, আমি শুনতে পাচ্ছি না যে।
মধুদি ঃ কান পেতে শোন।
তারক ঃ হ্যাঁ, কি যেন একটা বলছে পাখিটা।
মাধুদি ঃ কি বলছে বলত?
তারক ঃ কি?
মধুদি ঃ যৌ-তুক, যৌ-তুক, তুক - তুক - যৌতুক।
তারক ঃ মানে?
মধুদি ঃ মানে হচ্ছে, আমার বাবা এখনো হিরো হণ্ডা দেয়নি।
তারক ঃ কাকে?
মধুদি ঃ আমার পতি দেবতাকে।
তারক ঃ দেবে না?
মধুদি ঃ না---
তারক ঃ কেন?
মধুদি ঃ পারবে না তাই। আমরা বাবা শক - সব্জীর ব্যাপারি। গরি তো, তাই দিতে পাচ্ছে না। আমার দেবতা আমাকে রে াজ গুতোচ্ছে। বলছে, কি হল কবে দেবে? কাল রাতে মোটা লাঠি দিয়ে মেরেছে। দেখবি? পিঠে দাগ আছে।
তারক ঃ ইস্। পশু। তোমার বরটা একটা বর্বর। অমানুষ। পশুরও অধম। আজই তোমার বরকে আমি মারব। মেরে পিটিয়ে ছাল তুলে দেব আমি।

মধুদি ঃ অমন করিস না ভাই।
তারক ঃ না ---আজ আর আমি তোমার কোনও কথা শুনব না মধুদি।
মধুদি ঃ শোন ভাই---
তারক ঃ না --- আমাকে বাধা দিও না।
মধুনি ঃ শোন, তারক---
তারক ঃ না মধুদি, না --- আজ আর তুমি আমাকে আটকাতে পারবেনা।
মধুদি ঃ তারক -- শোন ভাই, আমার দিব্যি।
তারক ঃ কোনও দিব্যি আমি শুনব না,
মধুদি ঃ তারক, আমার মরা মুখ দেখবি তুই।
তারক ঃ মধুদি।
মধুদি ঃ ও রকম কসির - নে ভাই। আমাকে আমার মতো থাকতে দে। মেয়েদের অনেক কিছু সইতে হয়।
তারক ঃ এমন কেন হয় মধুদি। মেয়েরা সইবে। ছেলেরা দাপিয়ে বেড়াবে। ছেলেরা হাত তুলে মারবে আর মেয়েরা নির্যাতিত হবে। ছেলেরা বকবে, মেয়েরা সইবে। ছেলেরা আস্ফালন করবে, আর মেয়েরা তার তালে তালে নাচবে। কেন এমন বেনিয়ম চলবে মদুদি?
মধুদি ঃ পুষ হচ্ছে সলাকা। আরো বড় হলে বুঝবি। যৌতুকের শলাকা হচ্ছে বর। এই দেখ, নাকের নথ টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে। মেয়েদের এত ফুটো কেন? নাকে, গানে, কেন বলত?
তারক ঃ জানি না।
মধুদি ঃ আমরা হচ্ছি গ। আমি হচ্ছি একটা মেয়ে গ। যখন হাম্পা বলে ডাকবো, তখন নাকের ফুটোর দড়ি ধরে আমাকে টানবে। খড় - বিচুলির গামলার মধ্যে জোড় করে আমার মুখ ঢুকিয়ে দেবে। অবসর পেলে চোখ বুজে জাবর কাটব।
তারক ঃ তুমি পাগল মধুদি।
মধুদি ঃ আমার মতো পাগল হয়ে দেখবি, দুনিয়াটা একদম আলাদা জিনিস।
তারক ঃ আমি ও পাগল মধুদি---
মধুদি ঃ পাগলের বোন পাগলি।
তারক ঃ তোমাকে তোমার বর মারে। তোমার বাড়িল লোকেরা জানে।
মধুদি ঃ মা জানে। আমাকে মারলে মায়েৰ খুব কষ্ট হয়। আমি মাকে মিথ্যে করে বলি - না মা, আমাকে মারিনি। কিন্তু মা মা মুখ দেখে আমার দুঃখ বুঝতে পারে। তাই একদিন মা ঠিক করল, আমাদের দুধেলা গাই বাছুর, আর তিন কাটা জমি বেঁচে বরকে হিরো হুণ্ডা দেবে। মাকে আমি বেঁচতে দিইনি। ওইটুকু বেঁচে দিলে ছোট ভাই চিতুর স্কুল বন্ধ হয়ে যেত। ও আর দুধ খেতে পারত না। দুধ বেঁচে চিতুর পড়ার খরচ অসাত। একদিন চিতু রাগ করে বিশ্ব সদের পুকুরে দুধ শুদ্ধু ঘটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। সেই পূর্ণিমা রাতে সারা পুকুর দুধে সাদা হয়ে গিয়েছিল। আমি তখন পুকুরে ডুব দিয়ে ঘটি তুলে এনেছিলাম। পুকুরের তলায় মাটির মধ্যে ঘটিটা ডুবে ছিল। আমি ডুব দিয়ে তুলছি। সাঁতার কেটেছি, দুধের পুকুরে বুরবুরি কেটে এপার ওপার হয়েছি। দুদের জলে ভেজা কাপড়ে পুকুর থেকে উঠে এসে মাকে বলেছি --- মা, গাই বেঁচা চলবে না। সেই কথা আমার পতি দেবতা শোনার পরদিন --- তারক, আমাকে গরম লোহার খুন্তি দিয়ে মেরেছে- নোখ দিয়ে খাবলে খুবলে চোখের তলার মাংস তুলে নিয়েছে। সে রাতে পর পর বহুবার আমাকে ধর্ষণ করেছে।
তারক ঃ মধুদি---
মধুদি ঃ তবু আমি কাঁদিনি। ভেবেছি, তবুও তো তিন ছটাক জমি বাঁচল, চিতুটা বাঁচল - চিতুর লেখাপড়াটা বন্ধ হল না--- অন্তত একটা কিছু করতে পারার আনন্দ আমার অনেক দুঃখকে ভুলিয়ে দিল।
তারক ঃ আমি এর শোধ তুলব মধুদি।
মধুদি ঃ আমি মরে যাব তরক, আমি আত্মঘাতি হব।
তারক ঃ না --- মধুদি না --- আত্মহত্যা পাপ।

মধুদি ঃ ঐ বৌ ফুসলানি আম গাছটার তলায় দেখিস, একদিন আমি নির্ঘাত গলায় দড়ি দেব।
তারক ঃ তুমি আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো মধুদি। আমি হাতে করে এক খণ্ড অগ্নি পিণ্ড নিয়ে আসব। এই হাতে --এ ই ডান হাতে। প্রমিথিউসের মতো আগুন বয়ে নিয়ে আসর। বরফ শিত মানুষের মধ্যে আগুনের উত্তাপ ছড়িয়ে দেব আমি। মানুষ হয়ত সেদিন আবার উঠে বসবে। পূর্বের দিকে মুখ করে সূর্যের প্রার্থনায় নতজানু হয়ে বসবে-- বলবে, আমাকে শক্তি দাও সূর্য। আমার ডান হাতের আগুন জ্বলতে থাকুক। জ্বলুক, যতদিন না মানুষের চৈতন্য হয়। যতদিন মানুষ চেতনায় ফিরে না আসে।

বরং দ্বিমত হও, আস্থা রাখো দ্বিতীয় বিদায়।
বরং বিক্ষত হও তর্কের পাথরে।
বরং বুদ্ধির ননখে শান দাও, প্রতিবাদ করো।
অন্তত আর যা-ই করো, সমস্ত কথায়
অনায়াসে সম্মতি দিও না।
তাহলে দ্বিমত হও, আস্থা রাখো দ্বিতীয় বিদ্যায়।
তাহলে বিক্ষত হও তর্কের পাথরে।
তাহলে শানিত করো বুদ্ধির নখর।
প্রতিবাদ করো।
(তারক উপরে উল্লিখিত নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'মিলিত মৃত্যু' কবিতাটি আবৃত্তি করতে থাকে। ইতিমধ্যে নাটকের অন্যান্য চরিত্ররা মধুদির ঘর সরিয়ে নেয়। পূর্বের বাবার ঘরের দরজা ও দেওয়ালের ফ্রেম নিয়ে পূর্ববত একটি ঘর তৈরি করে। ব াবা মঞ্চের ডান দিক থেকে বলতে থাকেন ।

বাবা ঃ খুব সয়েছি। আর নয়। আর একদম করব না। ওর মা - এ তারককে তাড়িএয় দিয়েছে। বেশ করেছে। ওমন একট া বদ্ধ উন্মাদকে আর কতদিন বাড়িতে রাখা যায়। আমার ঔরসে ওর কেন জন্ম হল আমি আজও বুঝতে পারছি না । কেন এল ও পৃথিবীতে। টাকা গুনতে পারে না। নিজের মুখটা পর্যন্ত আঁকতে পারে না ঠিক মতো। আমার বড় ছেলেই ভাল। বউমা ভাল। আমার বৌটা মন্দ? না তাও নয়। শেষ পর্যন্ত ও তোর তারককে চলে যেতে বল বলল। অদ্ভুত তারকের মাথা -- অদ্ভুত বুদ্ধি। রমানাথ বিঘতে জমি মাপে --- তুই তার পেটের দাগ মেপে পাগল হ য়ে গেলি। বাঁচতে শিখলি না।
(দরজার ফ্রেমের ভেথর দিয়ে বাবা এসে ঘরে দাঁড়ান। অন্য দরজা দিয়ে তারক ঢোকে।)
বাবা ঃ কে?
তারক ঃ আমি তারক
বাবা ঃ কিছু বলবে।
তারক ঃ আমি যাচ্ছি বাবা।
বাবা ঃ আচ্ছা ঠিক আছে।
তারক ঃ আপনাকে প্রণাম করতে এলাম।
বাবা ঃ থাক - থাক - ঠিক আছে।
তারক ঃ আপনি আমাকে জন্ম দিয়ে ভাল করেন নি বাবা।
বাবা ঃ কি সব কথা!
তারক ঃ এতো দুঃখের পৃথিবীতে না জন্মালে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হতো বলুন তো। আমি তো আপনাদের কোনও ক াজেই লাগতে পারলাম না। শুধু শুধু আপনাদেরর দুঃখই বাড়িয়ে দিলাম।
বাবা ঃ একটা এ্যাসাইলামে চিকিৎসা করালে এখনো তুমি ভাল হয়ে যাবে তারক।
তারক ঃ ভাল হবো না বাবা। কিছুতেই ভাল থাকতে পারব না। ভাল হবো, আবার মাথাটা বিগরে যাবে। আবার পাগল

হয়ে যাব। শুধু শুধু ভাল হতে গিয়ে অনর্থক কিছু পয়সা নষ্ট হবে। পয়সা তো কামাতে পারলাম না কোনদিন, খালি খালি অপচয়। কামানো কথা বেশ লাগে আমার। আপনার থেকে শেখা।
বাবা ঃ কেন, রোগ ব্যাধি হলে তো মানুষ চিকিৎসা করায়। ভাল হয়ে যায়
তারক ঃ এই যে মানুষের চোয়াল পশুর মতো হিংস্র, এই যে মানুষের দাঁত, এই লালা, এই জিহ্বা, এই সব মানুষের আছে । মানুষ হাড় চিবিয়ে, মজ্জা চুষে, রক্ত পান করে বাঁচে। এই যে চোয়াল, এই নিমাঙ্গ, এই রোমশ পা আমি চাইনি । আমি একজন সন্ন্যাসীকে রাতের নির্জন মফস্বল স্টেশনে একটা পাগলিকে সঙ্গম করতে দেখেছিলাম। পাগলিটা অর্ধ ধর্ষণে খোদা খোদা বলে কাঁদছিল।
বাবা ঃ যাও, চলে যাও তারক, তুমি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছ। তোমার লঘু গু জ্ঞান নেই। তুমি পাগল।
তারক ঃ ঠিকই বাবা। আমি পাগল। আমাকে কেন মাগনা পুষবে পৃথিবী। যৌতুক পাখির যুগে মাগনায় কিছুই হয় না।
বাবা ঃ এতদিনে বুঝেছ তা হলে।
তারক ঃ ঐ দেখ, ওখান শুয়ে আছে নগেন সদ্দারের মেয়ে সারদা। বৌ ফুসলানো আম গাছটার ডালে কালকে গলায় দড়ি দেবে মধুদি। এক বিঘত জমির জন্য রমানাথ আবার তার সহোদরের পেটে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপ মারবে। পাখিটা সিশ দিয়ে অদ্ভুত করে ডাকবে --- যৌতুক --- যৌতুক।
বাবা ঃ হাতে তোমার ঐ গুলো কি?
তারক ঃ ছবি আঁকার সরঞ্জাম। রং, তুলি। এসব আপনার কাজে লাগবে না বাবা।
বাবা ঃ তুমি আবার ছবি আঁকবে?
তারক ঃ আঁকব। আবার আঁকব। অন্যের জন্য আঁকব। শিল্পী তো নিজেজর জন্য বাঁচে না বাবা। সে বাঁচে অন্যের জন্য। সে নিজের জন্যশ্বাস - প্রশ্বাস নেয় না। সেশ্বাস নেয় অন্যের জন্য।
বাবা ঃ মাথাটা একদম গেছে।
তারক ঃ এখনও যে কিছুটা ভাল আছে এটাই তো আশ্চর্য। এত হাহাকার, এত আর্ত্তনাদ, এত কষ্ট, এ ওকে মারছে ও অন্যকে। মধুদির কত কষ্ট। সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে মধুদির সতীচ্ছেদ ছিঁড়ে গিয়েছিল, মধুদির বর বিশ্বাস করে নি। বিয়ের রাতে ওকে খুব মেরে ছিল ওর বর। বলেছিল, অসতী, বেশ্যা। ডিহির গড়ানে অন্ধকারে মধুদি অসতী হয়েছিল। বলেছিল, দাঁড়াও, যে জানে তারক, তাকে খুঁজে আমি।
বাবা ঃ তুমি যাও তারক। দেখ, যদি কোথাও শান্তি পাও।
তারক ঃ যাই , যদি আর কোনদিন দেখা না হয় ---
(নেপথ্যে থেকে মা চিৎকার করে ডেকে ওঠে, তারক, খোকা -- ছোট খোকা।)
তারক ঃ মাগো আমার, মাগো আমার,
মাগো আমার, মা----
তোমায় আমি সারাজীবন
শান্তি দিলাম না।
সুখ যে দেব, কোথায় পাব?
কোথায় দেশে সুখ?
পথে ঘাটে শুধুই ক্ষুধা
অশ্রুভরা মুখ।
তুমি আমাকে ডেকো না মা। টুপসিটা বড্ড মায়া বাড়িয়ে দেয়। সংসারটা এমনই, বড্ড মায়াময়। অদ্ভুত একটা রঙ্গ মঞ্চ। কাঁদিস না টুপসি। কাঁদিস না টুপসি, দাদা কারো চিরদিন থাকেরে পাগলি। মনে করিস তোর কোনও দাদা নেই, ছিল না। কলত্রী - সহস্র যোজন দূর থেকে তোমাকে দেখতে পাবনা কোনদিন। তবুও আমি থামবো না কল ত্রী। দূর - দূরান্তে ঘুরে বেড়াব অমৃতের সন্ধানে। যেখানে দুঃখ দেখব নতজানু হয়ে দুঃখের পাশে বসব। দুঃখের স ঙ্গে সুখের কথা বলব। রাত্রির অন্ধকার থেকে সমস্ত মুহূর্তকে সূর্যের দিকে ঘুরিয়ে দেব। প্রতিবাদ করব, দ্বিমত হ বো অনায়াসে সব কিছু মুখ বুজে মেনে

নেব না কলত্রী।
বরং দ্বিমত হও, আস্থা রাখো দ্বিতীয় বিদ্যায়।
বরং বিক্ষত হও তর্কের পাথরে।
বরং বুদ্ধির নখে শান দাও, প্রতিবাদ করো।
অনন্ত আর যা - ই করো, সমস্ত কথায়
অনায়াসে সম্মতি দিও না।
তহলে দ্বিমত হ্য, আস্তা রাখো দ্বিতীয় বিদ্যায়।
তাহলে বিক্ষিত হও তর্কের পাথরে।
তাহলে শানিত করো বুদ্ধির নখর।
প্রতিবাদ করো।

(অভিনেতা, অভিনেত্রীরা সবাই কবিতাটি আবৃত্তি করবে। কোলাজ। নানা শারীরিক ভঙ্গিমায় মনে হবে তারককে সবাই অভিনন্দ জানাচ্ছে। সংগীতের মূর্ছনায় সমস্ত মঞ্চ জুড়ে একটা স্বপ্নের দৃস্য তৈরি হবে। আস্তে আসতে পর্দা নেমে আসবে।

(আবুল বাশারের গল্পের অনুপ্রেরণায়।)

এই নাটকে কবি নীরেন্দ্রনাথ চত্রবর্তী, কবি সৃজন সেন, কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবি প্রমোদ বসু ও কবি শঙ্খ ঘোষ - এর কবিতার কয়েকটি পংক্তি ব্যবহৃত হয়েছে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com